আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"ফযযানে রমযান" থেকে নেয়া বিষয়ের ষষ্ঠ অংশ

ফিতরার জরুরী মাসআলা

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

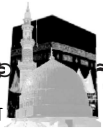

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১/৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"ফয়যানে রমযান"** এর ৩৩৯-৩৭২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

ফিতরার জরুরী মাসআলা

আত্তারের দোয়া

হে **দয়ালূ আল্লাহ**! যে ব্যক্তি **"ফিতরার জরুরী মাসআলা"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার সারা জীবনের রোযা ও ইফতার এবং সকল নেক আমল সমূহ কবুল করে নাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মওলা আলী খালি হাতের তালুতে দম করলেন এবং...

একদা কোন এক ভিখারী কাফিরদের নিকট ভিক্ষা চাইলো, তারা ঠাট্টা করে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, তখন তিনি সামনেই উপবিষ্ট ছিলেন। ভিক্ষুক উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো, তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم **দশবার দরূদ শরীফ** পাঠ করে তার হাতের তালুতে দম করে দিলেন এবং বললেন: "মুষ্টি বন্ধ করে নাও এবং যারা পাঠিয়েছে, তাদের সামনে গিয়ে খোলো।" (কাফিরগণ হাসছিলো যে, খালি ফুঁক মারলে কি হয়! কিন্তু) যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো তখন তাতে **এক দীনার** ছিলো! এই **কারামত** দেখে অনেক কাফির মুসলমান হয়ে গেলো।

(রাহাতুল কুলুব, ৫০ পৃষ্ঠা)

বিরদ জিস নে কিয়া দরূদ শরীফ অওর দিল সে পড়া দরূদ শরীফ
হা'জতেঁ সব রাওয়া হোয়েঁ উস কি হে আজব কি'মিআ দরূদ শরীফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রমযান শরীফের** মুবারক মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এ মাসের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৮৭)

বুঝা গেলো যে, **রমযানুল মুবারক** রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, সুতরাং এই রহমত ও বরকতে ভরা মাস বিদায় হতেই **ঈদের** খুশী উদযাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং **ঈদুল ফিতরের** দিনে খুশী প্রকাশ করা মুস্তাহাব। **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ ও বদান্যতার প্রতি খুশী প্রকাশ করার উৎসাহতো কোরআনে করীমেও বিদ্যমান। যেমন ১১তম পারার সূরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তারই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

অন্তর জীবিত থাকবে

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, মুস্তাফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে

উভয় **ঈদের** রাতে (অর্থাৎ **ঈদুল ফিতরের** পূর্ব রাত এবং **ঈদুল** আযহার পূর্ব রাত) সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশে কিয়াম করলো (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করলো), ঐ দিন তার অন্তর মরবে না, যেদিন (মানুষের) অন্তর মরে যাবে।" **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৮২)**

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

অপর এক স্থানে হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে পাঁচটি রাতে জাগ্রত থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যিলহজ্ব শরীফের অষ্টম, নবম এবং দশম রাত (এভাবে তিন রাত তো হলো) এবং চতুর্থ **ঈদুল ফিতরের** রাত, পঞ্চমটি শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত)।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২)

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর একটি বর্ণনায় এও রয়েছে: যখন **ঈদুল ফিতরের** মুবারক রাত আগমন করে, তখন তাকে **'লায়লাতুল জায়েযা'** অর্থাৎ **'পুরস্কারের রাত'** বলে আহ্বান করা হয়। যখন **ঈদের** ভোর হয়, তখন **আল্লাহ পাক তাঁর** নিষ্পাপ ফিরিশতাদেরকে সমস্ত শহরে প্রেরণ করেন, সুতরাং ঐ ফিরিশতারা পৃথিবীতে আগমন করে সব গলি ও রাস্তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে যায় এবং এ বলে আহ্বান করে: **"হে উম্মতে মুহাম্মদী** عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! ঐ দয়াময় **প্রতিপালকের** দরবারের দিকে চলো! **যিনি** অনেক বেশি দানশীল এবং বড় বড় গুনাহ ক্ষমাকারী।" অতঃপর **আল্লাহ পাক** আপন

বান্দাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন: "হে আমার বান্দারা! চাও! কি চাওয়ার আছে? **আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ!** আজকের দিনের এই (**ঈদের** নামাযের) সমাবেশে নিজেদের আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু চাইবে, তা পূরণ করবো এবং যা কিছু দুনিয়া সম্পর্কে চাইবে, তাতে তোমাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করবো (অর্থাৎ এই বিষয়ে তা করবো, যাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে)। **আমার সম্মানের শপথ!** যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি যত্নবান থাকবে, আমিও তোমাদের ভূল-ত্রুটিগুলো গোপন রাখবো। **আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ!** আমি তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারীদের (অর্থাৎ পাপীদের) সাথে অপমানিত করবো না। ব্যস, নিজেদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছো এবং আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।" (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩)

কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু মনযোগ দিন! **ঈদুল ফিতরের** দিনটি কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ দিন, এ দিনে **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** দয়া অতিমাত্রায় ঢেউ খেলে, **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না। একদিকে **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাগণ **আল্লাহ পাকের** অশেষ দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তিতে খুশী উদযাপন করে, অন্যদিকে মুমিনের উপর **আল্লাহ পাকের** এতো বেশী দয়া ও করুনা দেখে মানুষের সর্ব নিকৃষ্ট শত্রু শয়তান অগ্নিশর্মা হয়ে যায়।

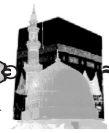

শয়তানের ব্যাকুলতা

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখনই **ঈদ** আসে, শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার ব্যাকুলতা দেখে অন্যান্য সমস্ত শয়তান তার চতুর্পাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে: হে মুনিব! আপনি কেন রাগান্বিত ও উদাস হয়ে পড়েছেন? সে বলে: হায় আফসোস! **আল্লাহ পাক** আজকের দিনে **উম্মতে মুহাম্মদী** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই তোমরা তাদেরকে প্রবৃত্তির কামনা ও তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

শয়তান কি সফল?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! শয়তানের জন্য **ঈদে**র দিনটি কতোইনা কষ্টকর, তাই সে অন্যান্য শয়তানদের আদেশ দিয়ে দেয় যে, তোমরা মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তিগত তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও! এমন মনে হয়, বর্তমান যুগে তো শয়তান তার এ আক্রমণে সফল হতে দেখা যাচ্ছে। **ঈদে**র আগমনে উচিততো এটাই ছিলো যে, ইবাদত ও নেককাজের আধিক্যের মাধ্যমে **জগতের প্রতিপালকে**র প্রতি অধিকহারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখনতো মুসলমানরা সৌভাগ্যময় **ঈদে**র প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভূলে বসেছে! হায় আফসোস! এখনতো **ঈদ** উদযাপনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, অনর্থক ডিজাইনের বরং مَعَاذَاللهِ প্রাণীর ছবি সম্বলিত অদ্ভূত পোষাক পরা হচ্ছে। **(বাহারে শরীয়ত**

www.dawateislami.net

এ রয়েছে: যে কাপড়ে প্রাণীর ছবি রয়েছে, তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী, নামায ছাড়াও এরূপ কাপড় পড়া নাজায়িয। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা)) নাচ-গান ও চিত্ত বিনোদনের আসরগুলো গরম করা হয়, গুনাহে ভরা মেলা, দূষণীয় খেলাধুলা, নাচ-গান এবং সিনেমা নাটকের ব্যবস্থা করা হয় এবং মন খুলে সময় ও সম্পদ উভয়টি সুন্নাত ও শরীয়তের পরিপন্থী কাজে নষ্ট করা হয়। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখন এ মুবারক দিনকে কিরূপ মন্দ কাজে অতিবাহিত করা হচ্ছে। **আমার ইসলামী ভাইয়েরা!** এসব শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের কারণে হতে পারে যে, এই সৌভাগ্যময় **ঈদ** অকৃতজ্ঞদের জন্য **"শাস্তির হুমকি"** হয়ে যাবে। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে নিজেদের প্রতি দয়া করুন! ফ্যাশন পূজা ও অপব্যয় থেকে ফিরে আসুন! **আল্লাহ পাক** অপব্যয়কারীকে কোরআনে পাকে শয়তানের ভাই ঘোষণা করেছেন। যেমনটি ১৫ তম পারার সূরা বনী ঈসরাইল এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান আপন **রবে**র প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** ৫ম খন্ডের ৪৪৭ থেকে ৪৪৮ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মুবারাকার পাদটিকায় রয়েছে: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا এবং অপব্যয় করো না।) অর্থাৎ নিজের

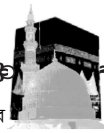

সম্পদ নাজায়িয কাজে ব্যয় করো না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে "تَبۡذِیۡر" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যেখানে সম্পদ ব্যয় করার হক (অর্থাৎ করতে হবে) এর পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে ব্যয় করাই হচ্ছে تَبۡذِیۡر। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ হক অর্থাৎ যেখানে ব্যয় করতে হবে সেখানে ব্যয় করে দেয়, তবে সে অপব্যয়কারী নয় এবং যদি কোন একটি দিরহামও (টাকা) ভূল অর্থাৎ নাজায়িয কাজে ব্যয় করে দেয়, তবে সে অপব্যয়কারী। (খাযিন, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

অপব্যয়ের এগারটি সংজ্ঞা

অপব্যয় নিঃসন্দেহে নিষেধ ও নাজায়িয এবং ওলামায়ে কিরামগণ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্য থেকে এগারটি সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হলো: ﴾১﴿ অস্থানে ব্যয় করা। ﴾২﴿ **আল্লাহ পাকের** আদেশের সীমা লঙ্ঘন করা। ﴾৩﴿ এমন বিষয়ে ব্যয় করা, যা পবিত্র শরীয়ত বা স্বভাব বিরোধী, প্রথমটি (অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী ব্যয় করা) হারাম এবং দ্বীতিয়টি (অর্থাৎ স্বভাব বিরোধী ব্যয় করা) মাকরূহে তানযিহী। ﴾৪﴿ **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় ব্যয় করা। ﴾৫﴿ শরয়ী প্রয়োজনের অধিক ব্যবহার করা। ﴾৬﴿ অবাধ্যতায় বা বিনা প্রয়োজনে ব্যয় করা। ﴾৭﴿ দান করাতে অধিকারের সীমা থেকে কম বা বেশী করা। ﴾৮﴿ নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে অধিক সম্পদ ব্যয় করে দেয়া। ﴾৯﴿ হারাম থেকে সামান্য বা হালাল মধ্যপন্থা থেকে বেশী খাওয়া।

﴾১০﴿ উপযুক্ত ও পছন্দনীয় বিষয়ে, উপযুক্ত পরিমাণের বেশী ব্যয় করে দেয়া। ﴾১১﴿ অনর্থক ব্যয় করা।

অপব্যয়ের স্পষ্ট সংজ্ঞা: অস্থানে সম্পদ ব্যয় করা

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ এই সংজ্ঞাসমূহ আলোচনা করে এবং এর গবেষণা ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করার পর বলেন: আমাদের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্যকারী বুঝতে পারবে যে, এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ট, ও অর্থবোধক এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা হলো প্রথমটি আর কেনইবা হবে না যে, এটি সেই আব্দুল্লাহর সংজ্ঞা যাকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্ঞানের পুটলি বলতেন এবং যে চার খলিফাদের পর সারা দুনিয়ায় জ্ঞানে অধিক আর আবু হানিফার ন্যায় ইমামুল আয়িম্মার জ্ঞানের পূর্বপূরুষ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین ছিলো।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড (ب), ৯৩৭ পৃষ্ঠা)

অপচয় ও অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

আলা হযরত, ইমা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ "অপচয়" ও "অপব্যয়" এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যে কথা আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে যে, "تَبْذِیر" তথা অপচয় সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের দু'টি উক্তি রয়েছে: (১).... অপচয় ও অপব্যয় উভয়ের অর্থ হচ্ছে "অস্থানে ব্যয় করা"। এটিই সঠিক যে, এই উক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ দের। (২)..... অপচয় এবং অপব্যয়ের মধ্যে

www.dawateislami.net

পার্থক্য হচ্ছে, "تَبْذِيْر" তথা অপচয় বিশেষ গুনাহে সম্পদ নষ্ট করার নাম। এভাবে অপব্যয় অপচয় থেকে সাধারণ, কেননা অস্থানে ব্যয় করা অনর্থক ব্যয় করাতেও অর্ন্তভূক্ত এবং অনর্থক ব্যয় সর্ববস্থায় গুনাহ নয়, তবে যেহেতু অপব্যয় নাজায়িয, তাই এই ব্যয় করা গুনাহ হবে, কিন্তু যাতে ব্যয় করা হয়েছে তা স্বয়ং গুনাহ নয়। এবং এই ইবারত "لَا تُعْطِ فِى الْمَعَاصِىْ" (তাঁর অবাধ্যতায় দিও না) এর অর্থ এটাই যে, সেই কাজ স্বয়ং গুনাহ হবে। সারমর্ম হচ্ছে যে, "تَبْذِيْر" এর উদ্দেশ্য ও বিধান উভয়ই গুনাহ এবং অপব্যায়ের শুধুমাত্র বিধানেই গুনাহ আবশ্যক।

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার যেই বস্তুটি রয়েছে, তা হচ্ছে বিবেক ও কার্যপ্রণালী এবং দুরদর্শিতা, সাধারণত পশুর মধ্যে **"আগামী কাল"** এর চিন্তা থাকে না এবং সাধারণত তার কোন আচরণ কোন হিকমতের অধিনে হয় না, এর বিপরীত মানুষ এবং মুসলমানের তো শুধুমাত্র **"দুনিয়াবী কাল"** এর নয় বরং এই দুনিয়াবী কালের পর আগত **"পরকালিন কাল"** এরও চিন্তা হয়ে থাকে। নিশ্চয় বুদ্ধিমান মানুষ সেই বরং সত্যিকার মানুষ সেই, যে **"পরকালিন কাল"** অর্থাৎ আখিরাতেরও চিন্তা করে, চিন্তা ভাবনা করে কাজ করে এবং এই নশ্বর জীবনকে গণিমত মনে করে অবিনশ্বর আখিরাতের জন্য কোন ব্যবস্থা করে নেয়। আহ! এখন তো অধিকাংশ লোক নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন, পেট পুরে

খাওয়া অতঃপর উদাসিনতার ঘুমকেই মনে করা হয়।

কিয়া কাহোঁ আহবাব কিয়া কা'রে নুমায়াঁ কর গেয়ে!
মেট্রিক কিয়া, নওকর হোয়ে, পেনশন মিলী ফির মর গেয়ে!!

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য শুধু বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করা, খাওয়া দাওয়া এবং বিলাসিতা করা নয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে জীবন কেন দান করলেন? আসুন! কোরআন পাকের খেদমতে আরয করি যে, হে **আল্লাহ পাকের** সত্য কিতাব! তুমিই আমাদের পথ নিদের্শনা দাও যে, আমাদের জীবন ও মরণের উদ্দেশ্য কি? কোরআনে আযীম থেকে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা ২৯, সূরা মূলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

(অর্থাৎ এই মৃত্যু ও জীবনকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেনো পরীক্ষা করা যায় যে) এই পার্থিব জীবনে কে অধিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান।

(খাযায়িনুল ইরফান, ১০১৩ পৃষ্ঠা)

ঘরেই জন্ম হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা হিসেবে **ঈদের** সুন্দরতম সময়গুলো আশিকানে রাসূলের সাথে **মাদানী কাফেলায়** অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি

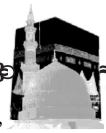

মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: জাহলাম (পাঞ্জাব প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই কিছুটা এরূপ বর্ণনা করলো যে, বিয়ের প্রায় ৬ মাস পর ঘরে **"সন্তান সম্ভবার"** প্রভাব প্রকাশ পেলো। ডাক্তার বললো যে, আপনার বিষয়টি খুবই জটিল, রক্তেরও যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে, সম্ভবত অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে! আমি তখনই এক মাসের **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হওয়ার নিয়্যত করে নিলাম এবং কিছুদিন পর আশিকানে রাসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী কাফেলা**র বরকতে এমন দয়া হয়ে গেলো যে, না হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, না কোন ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, ঘরেই মাদানী মুন্নার জন্ম হয়ে গেলো।

ঘরমে 'উম্মিদ' হো, উসকি তামহিদ হো
ঝাচ্চা কি খায়র হো, বাচ্চা বিল খায়র হো

জলদ হী চল পড়ে, কাফিলে মে চলো
উঠে হিম্মত করেঁ, কাফিলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গর্ভ হিফাজতের ২টি রূহানী চিকিৎসা

﴿১﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১১ বার কোন প্লেটে (বা কাগজ) লিখে ধুয়ে মহিলাকে পান করিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله গর্ভ নিরাপদ থাকবে। যে মহিলার বুকে দুধ নেই বা কম আসে اِنْ شَآءَ الله এর জন্যও এই আমল উপকারী, চাইলে একদিন পান করাতে পারেন অথবা কয়েকদিন পর্যন্ত প্রতিদিনই লিখে পান করান, উভয়টির অনুমতি রয়েছে। ﴿২﴾ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১১১ বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবতী মহিলার পেটে বেঁধে দিন এবং সন্তান

ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত রাখুন। (প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য খুলে রাখাতে সমস্যা নেই) اِنْ شَآءَ الله গর্ভও নিরাপদ থাকবে এবং সন্তানও সুস্থ্য জন্ম গ্রহণ করবে।

ঈদ নাকি শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আযাবের উপযুক্ত কাজ সম্পাদন করে **"ঈদের দিন"** কে নিজের জন্য **"শাস্তির দিন"** বানাবেন না। এবং মনে রাখবেন!

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَّبِسَ الْجَدِيْد اِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْد

(অর্থাৎ তার জন্য **ঈদ** নয়, যে নতুন কাপড় পড়ে নিয়েছে, **ঈদ**তো তার জন্যই, যে **আল্লাহ পাকে**র শাস্তিকে ভয় করেছে)

আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তো ঈদ উদযাপন করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল যেনো লোকেরা শুধু নতুন নতুন কাপড় পরিধান করা এবং উন্নত মানের খাবার খাওয়াকেই مَعَاذَالله **ঈদ** মনে করে। একটু তো ভাবুন! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো **ঈদ** পালন করেছেন, কিন্তু তাঁদের **ঈদ** পালনের ধরণই ছিলো অনন্য, তাঁরা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে থাকতেন এবং সর্বদা নফসের বিরোধীতা করেছেন।

ঈদের অসাধারণ খাবার

হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দশ বছর যাবত কোন সুস্বাদু খাবার খাননি, নফস চাচ্ছিলো আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

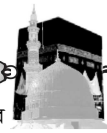

নফসের বিরোধীতাই করে যাচ্ছিলেন, একবার **ঈদের** পবিত্র রাতে নফস পরামর্শ দিলো যে, আগামীকাল পবিত্র **ঈদের** দিন যদি কোন সুস্বাদু খাবার খেয়ে নেয়া হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? এ পরামর্শে তিনিও رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নফসকে পরীক্ষায় লিপ্ত করার উদ্দেশ্য বললেন: "আমি প্রথমে দু'রাকাত নফল নামাযে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ খতম করবো, হে আমার নফস! তুমি যদি এ বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করো, তবে আগামীকাল সুস্বাদু খাবার পেয়ে যাবে।" সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং এই দু'রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করলেন। তাঁর নফস এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করলো। (অর্থাৎ উভয় রাকাত একাগ্রচিত্তে আদায় করা হলো) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ঈদের** দিন সুস্বাদু খাবার আনালেন, গ্রাস উঠিয়ে মুখে দিতে চাইতেই অস্থির হয়ে তা পুনরায় রেখে দিলেন, খেলেন না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে বললেন: যখন আমি গ্রাস উঠিয়ে মুখের নিকট নিলাম, তখন আমার নফস বললো: দেখলে তো! আমি অবশেষে দশ বছরের লালিত ইচ্ছা পূরণ করাতে সফল হয়ে গেলাম! আমি তখনই বললাম যে, যদি তাই হয়, তবে আমি তোকে সফল হতে দিবো না এবং কখনোই সুস্বাদু খাবার খাবো না। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুস্বাদু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে দিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সুস্বাদু খাবারের থালা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: এ খাবার আমি রাতে আমার জন্য তৈরী করেছিলাম, রাতে যখন ঘুমুলাম তখন আমার সৌভাগ্যের নক্ষত্র চমকে

উঠলো, স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করলাম, আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: যদি তুমি কাল কিয়ামতের দিনও আমাকে দেখতে চাও, তবে এ খাদ্য যুননুন (رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه) এর নিকট নিয়ে যাও এবং তাকে গিয়ে বলো যে, **"হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **ইরশাদ করেছেন যে, কিছুক্ষণের জন্য নফসের সাথে সন্ধি করে নাও এবং কয়েক গ্রাস এই সুস্বাদু খাবার থেকে খেয়ে নাও।"** হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه এ সংবাদ শুনে খুশীতে দুলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন: "আমি অনুগত, আমি অনুগত।" এবং সুস্বাদু খাবার খেতে লাগলেন। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রব হে মু'তী ইয়ে হে কাসিম রিয্ক উস কা হে খিলাতে ইয়ে হে
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা পীতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ৪৮২-৪৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মাকেও সাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **ঈদের** দিন গোসল করা, নতুন কিংবা ধোয়া উন্নত পোশাক পরা এবং আতর লাগানো মুস্তাহাব, এ মুস্তাহাব সমূহ আমাদের প্রকাশ্য শরীরের

পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীত। কিন্তু আমাদের এসব পরিস্কার, উজ্জল ও নতুন কাপড় এবং গোসলকৃত ও সুগন্ধি মালিশ করা শরীরের পাশাপাশি আমাদের আত্মাকেও, আমাদের প্রতি আমাদের মাতা-পিতার চেয়েও অধিক দয়াবান **খোদায়ে রহমানের** ভালবাসা ও আনুগত্য এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও সুন্নাত দ্বারা ভালভাবে সাজানো হওয়া চাই।

অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত

একটু চিন্তা করুনতো! রোযা একটিও রাখেনি, পুরো **রমযান** মাস **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় অতিবাহিত করেছে, ইবাদত করার পরিবর্তে পুরো পুরো রাত সিনেমা দেখা, গান বাজনা শুনা এবং ভবঘুরের ন্যায় অযথা ঘুরাফেরা করার মধ্যে অতিবাহিত করেছে, নিজের দেহ ও আত্মাকে দিনরাত গুনাহে লিপ্ত রেখেছে এবং আজ **ঈদের** দিন ইংলিশ ফ্যাশনের কুৎসিত পোষাক পড়ে নিলো, তবে একে এরূপ মনে করুন যে, যেনো একটি অপবিত্র বস্তু ছিলো, যাতে রূপার পাত বসিয়ে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ঈদ কার জন্য?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় বিভোর আশিকগণ! সত্য কথাতো এটাই যে, **ঈদ** হচ্ছে ঐ সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্যই, যারা সম্মানিত মাস **রমযানুল মুবারক**কে রোযা, নামায এবং অন্যান্য ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। তবে এই **ঈদ** তাদের জন্য

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক (প্রতিদান) পাওয়ার দিন। **আমাদেরতো আল্লাহ পাকের প্রতি ভীত থাকা চাই যে, আহ! সম্মানিত মাসটির হক আমরা যথাযথ পালন করতে পারিনি।**

সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈদ

হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **ঈদের** দিন কয়েকজন ব্যক্তি খলীফার ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন কী, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দরজা বন্ধ করে অঝোড়ে কাঁদছেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আজতো **ঈদ**, খুশী উদযাপনের দিন, খুশীর স্থলে এ কান্নাকাটি কেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন: "ھٰذَا یَوۡمُ الۡعِیۡدِ وَھٰذَا یَوۡمُ الۡوَعِیۡدِ" অর্থাৎ এটা **ঈদের** দিনও, আবার ভীতি প্রদর্শনের দিনও। যার নামায রোযা কবুল হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে আজ তার জন্য **ঈদের** দিন, কিন্তু যার নামায রোযা কবুল না করে তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তার জন্য আজ ভীতি প্রদর্শনের দিন, (আবারো বিনয়ের সূরে বললেন:) এবং আমি তো এ ভয়ে কাঁদছি যে, আহ! "اَنَا لَااَدۡرِیۡ اَمِنَ الۡمَقۡبُوۡلِیۡنَ اَمۡ مِنَ الۡمَطۡرُوۡدِیۡنَ" অর্থাৎ আমি জানিনা আমাকে কি কবুল করা হয়েছে, নাকি প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয়েছে। (নূরানী তাকরীরেঁ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

ঈদকে দিন ওমর ইয়ে রো রো কর
বোলে নেকোঁ কি ঈদ হোতি হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাদের আত্মতৃপ্তি

اَللهُ اَكْبَرُ! ভালবাসার ধারকগণ! একটু চিন্তা করুন! গভীরভাবে ভাবুন! তিনি ছিলেন ঐ ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যাকে **মালিকে জান্নাত, প্রিয়নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জাহেরী হায়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ও আতেঙ্কর অবস্থা এমন এবং আমাদের মতো অকর্মা ও বাচাল লোকেদের এই অবস্থা যে, নেকীর "ن" (নূন) এর নুকতা বা বিন্দু পর্যন্ত তো পৌঁছাতে পারিনা, কিন্তু আত্মতৃপ্তির অবস্থা এমন যে, আমাদের মতো নেককার ও পবিত্র লোক হয়তো আজকাল আর নেই! এ হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে ঐ লোকদের বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহন করা চাই, যারা নিজের ইবাদতের প্রতি গর্ব করে করে নিজেকে সামাল দিতে পারে না আর শরয়ী কারণ ছাড়া নিজের নেক আমলগুলো যেমন; নামায, রোযা, হজ্ব, মসজিদের খিদমত, **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির প্রতি সাহায্য এবং সামাজিক কাজে সফলতা ইত্যাদি কার্যাদি সর্বত্র বলে বেড়ায়, ঢাকঢোল পেটাতে ক্লান্ত হয় না, বরং নিজের নেক কাজগুলোর مَعَاذَالله পত্র-পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে ছবি ছাপাতেও দ্বিধা করে না। আহ! তাদের মানসিকতা কীভাবে ঠিক করা যায়! তাদের একনিষ্ঠ নিয়্যতের ভাবনা কীভাবে দেয়া যায়! তাদেরকে এ কথা কীভাবে বুঝানো যায় যে, নিজের নেকীগুলো ঘোষণা

করাতে রিয়াকারীর (লোক দেখানো) আপদে পাতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর নিজের ছবি ছাপানো? তাওবা! তাওবা! নিজের কৃতকর্মগুলো দেখানোর এতোই আগ্রহ যে, ছবির মতো হারাম মাধ্যমকেও ছাড়েনি! **হে আল্লাহ!** রিয়াকারীর ধ্বংসলীলা, "আমি আমি" করার আপদ এবং আমিত্বের বিপদ থেকে আমাদের সকল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন! اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাহজাদার ঈদ

আমিরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদা **ঈদের** দিন নিজের শাহজাদাকে পুরোনো জামা পরতে দেখে কেঁদে দিলেন, সন্তান আরয করলো: **প্রিয় আব্বাজান!** আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন: **আমার প্রিয় সন্তান**! আমার আশংকা হচ্ছে যে, আজ **ঈদের** দিনে অন্যান্য ছেলেরা যখন তোমাকে এ পোশাকে দেখবে, তখন না তোমার মন ভেঙ্গে যায়! পুত্র উত্তরে আরয করলো: মনতো তারই ভাঙ্গবে, যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিমূলক কাজে অসফল বা যে মাতা কিংবা পিতার অবাধ্যতা করেছে, আমি আশা করি যে, আপনার সন্তুষ্টির বদৌলতে **আল্লাহ পাক** আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শাহজাদাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাহজাদীদের ঈদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে **ঈদের** একদিন পূর্বে তাঁর শাহজাদীরা (মেয়েরা) উপস্থিত হয়ে বললো: "আব্বাজান! **ঈদের** দিন আমরা কোন কাপড় পরবো?" তিনি বললেন: "এ কাপড়গুলোই, যা তোমরা পরে আছো, এগুলো ধুয়ে নাও, কাল পরে নিও!" "না! আব্বাজান! আমাদেরকে নতুন পোশাক বানিয়ে দিন" মেয়েরা জেদ ধরে বললো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমার স্নেহের মেয়েরা! **ঈদের** দিন হচ্ছে **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** ইবাদত করা, **তাঁর** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন, নতুন কাপড় পরা আবশ্যক তো নয়!" "আব্বাজান! আপনার কথা একেবারে ঠিক, কিন্তু আমাদের বান্ধবীরা খোঁটা দিয়ে বলবে যে, তোমরা আমীরুল মুমিনীনের কন্যা অথচ সেই পুরোনো কাপড় পরে আছো!" একথা বলতে বলতে মেয়েদের চোখে পানি ভরে গেলো। মেয়েদের এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মন গলে গেলো। খাযাঞ্চীকে (অর্থমন্ত্রী) ডেকে বললেন: "আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রিম দাও!" খাযাঞ্চী আরয করলো: "হুযুর! আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি আগামী এক মাস জীবিত থাকবেন?" আমীরুল মুমিনীন উত্তরে বললেন: "جَزَاكَ اللّٰهُ خَيۡرًا (**আল্লাহ পাক** তোমাকে এর প্রতিদান দান করুন)! নিঃসন্দেহে তুমি উত্তম ও সঠিক কথাই বলেছো।" খাযাঞ্চী চলে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মেয়েদেরকে বললেন: "প্রিয় মেয়েরা! **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির প্রতি

নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসর্গ করে দাও।"

(মা'দ্বীনে আখলাক, ১ম অধ্যায়, ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মরহুম পিতার প্রতি দয়া

পূর্ণ সতর্কতায় ভরা মাদানী মানসিকতা বানাতে **মাদানী কাফেলায়** সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, **মাদানী কাফেলার** বরকতের কথা কি আর বলবো! নিস্তার এলাকার (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই তার মরহুম পিতাকে স্বপ্নে অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় খালি পায়ে কারো সাহায্য নিয়ে চলতে দেখলো। তার উদ্ধেগ হলো অতএব সে ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে প্রতিমাসে তিনদিন **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করে নিলো এবং সফর শুরুও করে দিলো। তৃতীয় মাসে **মাদানী কাফেলা** থেকে ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঘুমুলো তখন সে স্বপ্নে এই মনোরম দৃশ্য দেখলো যে, মরহুম পিতা সবুজ পোশাক পরিধান করে বসে বসে মুচকি হাসছে এবং তার উপর বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি ফোঁটা পড়ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী কাফেলায়** সফরের গুরুত্ব তার নিকট ভালভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো এবং সে দৃঢ় নিয়্যত করে নিলো যে, اِنْ شَآءَ الله প্রতি মাসে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা অব্যহত রাখবো।

www.dawateislami.net

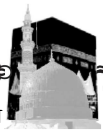

কাফিলে মে যরা মাঙ্গোঁ আ'কর দোয়া
খুব হোগা সাওয়াব, অওর টলে গা আযাব
জু কেহ মাফকুদ হো ওহ ভি মওজুদ হো
পাওগে নঁমেতেঁ, কাফিলে মে চলো
পাওগে বখশীশে, কাফিলে মে চলো
اِنْ شَآءَاللّٰه চলেঁ, কাফিলে মে চলো
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭২,৬৭৩,৬৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈদ

আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের একেকটি কাজ আমাদের জন্য শত শত শিক্ষার মাধ্যম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ আমাদের হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান খুবই উচ্চ পর্যায়ের! তা সত্ত্বেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাদের জন্য কোন জিনিষটি উপস্থাপন করছেন! শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

খালক গো ইয়াদ কেহ ফরদা রোযে ঈদ আস্ত
দারাঁ রোযে কেহ বা ইমাঁ বামীরাম
খুশি দর রুহে হার মুমীন ঈদীদ আস্ত
মেরা দর মুলক খুদ আঁ রোযে ঈদ আস্ত

অর্থাৎ "লোকেরা বলছে, 'কাল **ঈদ**! কাল **ঈদ**!' আর সবাই আনন্দিত। কিন্তু আমি যেদিন এ দুনিয়া থেকে নিরাপত্তার সহিত ঈমান নিয়ে যাবো, আমার জন্য তো সেদিনই **ঈদ** হবে।"

سُبۡحٰنَ اللّٰہ তাকওয়ার কী শান! এতো বড় মর্যাদা যে, আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সরদার! আর এরূপ বিনয়!! এতে আমাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে এবং আমাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, সাবধান! ঈমানের বেলায় উদাসিনতা করো না, সর্বদা ঈমানের হিফাযাতের চিন্তায় লেগে থেকো, এমন যেনো না হয় যে, তোমাদের

উদাসিনতা ও গুনাহের কারণে ঈমানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়।

রযা কা খাতিমা বিল খাইর হোগা
আগর রহমত তেরি শামিল হে ইয়া গাউস

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

একজন ওলীর ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নজীব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন হযরত শায়খ বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই ও খলীফা, তাঁর উপাধি হচ্ছে 'মুতাওয়াক্কিল'। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্তর বছর যাবত শহরে অবস্থান করেন এবং উপার্জনের কোন প্রকাশ্য উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিবার-পরিজন অত্যন্ত শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে থাকেন। একবার **ঈদের** দিন তাঁর ঘরে অনেক মেহমান আসলো, ঘরে পানাহারের কোন জিনিষ ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বালাখানায় (উপরের ঘর) গিয়ে **আল্লাহ পাকের** স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং মনে মনে একথা বলছিলেন: "আজ **ঈদের** দিন এবং আমার ঘরে মেহমান এসেছে।" হঠাৎ এক ব্যক্তি ছাদের উপর আত্মপ্রকাশ করলো, সে খাদ্যভর্তি একটা টুকরি পেশ করলো আর বললো: হে নজীব উদ্দীন! তোমার তাওয়াক্কুলের (**আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসা) আলোচনা ফিরিশতাদের মাঝে সাড়া পড়েছে আর তোমার এ অবস্থা যে, তুমি এমন কাজে (অর্থাৎ খাদ্য প্রার্থনা) লিপ্ত রয়েছো! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "**আল্লাহ পাক** খুব ভালভাবেই জানেন, আমি নিজের জন্য নয় বরং শুধু আমার মেহমানদের জন্যই সেদিকে

মনোযোগী হয়েছিলাম।" হযরত সায়্যিদুনা নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে, একদিন এক ফকীর অনেক দূর থেকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ ভরসাকারী) কি আপনি? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয়ের সুরে বললেন যে, ভাই! আমি হলাম নজীব উদ্দীন মুতাআক্কিল (অর্থাৎ অধিক আহারকারী)।"

(আখবারুল আখইয়ার, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কারামতের একটি শাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, **আল্লাহ পাক** যখন চান আপন বন্ধুদের প্রয়োজনাদি অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা করে দেন। প্রয়োজনের সময় খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনাদি হঠাৎ করে ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া বুযুর্গদের **কারামত** হিসেবে সংগঠিত হয়ে থাকে। অতএব **'শরহে আক্বাইদে নাসাফিয়্যা'**র মধ্যে যেখানে কারামতের কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় খাদ্য ও পানীয় উপস্থিত হয়ে যাওয়াও কারামতের একটি শাখা। বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى **খোদা** প্রদত্ত ক্ষমতা ও কারামতের কথা কি বলবো? তারা **আল্লাহ পাকের**

দরবারের এমন মকবুল বান্দা হয়ে থাকে যে, তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা এবং অন্তরে সৃষ্ট ইচ্ছাগুলো **আল্লাহ পাক** নিজ দয়ায় পূরণ করে দেন।

একজন দানবীরের ঈদ

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আমর আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **ঈদুল ফিতরে**র রাতে দরজায় কড়া নাড়া হলো, দেখলাম আমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বলো ভাই! কি ভেবে আসলেন? সে বললো "আগামী কাল **ঈদ**, কিন্তু খরচের জন্য কিছুই নেই, যদি আপনি কিছু দান করেন, তবে সসম্মানে আমরা **ঈদে**র দিনটি অতিবাহিত করতে পারতাম।" আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: আমাদের অমুক প্রতিবেশী এসেছে, তার নিকট **ঈদে**র জন্য একটি পয়সাও নেই, যদি তোমার মত পাই, তবে যে ২৫ দিরহাম আমরা **ঈদে**র জন্য রেখেছি, তা দিয়ে দিই এবং আমাদেরকে **আল্লাহ পাক** আরো দিবেন। নেককার স্ত্রী বললো: খুবই ভাল। সুতরাং আমি ঐ সকল দিরহাম আমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলাম, সে দোয়া করতে করতে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার কেউ দরজায় কড়ায় নাড়লো। আমি যখনই দরজা খুললাম, এক লোক আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: আমি আপনার পিতার পলাতক গোলাম, আমি আমার কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত তাই ফিরে এসেছি, এই ২৫ দীনার আমার রোজগার করা, আপনার খেদমতে পেশ করছি, কবুল করে নিন, আপনি আমার মুনিব এবং আমি

আপনার গোলাম। আমি ঐ দীনার নিয়ে নিলাম এবং তাকে মুক্ত করে দিলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: **আল্লাহ পাকের** শান দেখো! **তিনি** আমাদেরকে দিরহামের পরিবর্তে দীনার দান করেছেন (পূর্বেকার যুগে দিরহাম রূপার ও দীনার স্বর্ণের মুদ্রা ছিলো)!

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সালাম তাকে, যিনি অসহায়কে সহায়তা করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? **আল্লাহ পাকের** শান কতোই অনন্য? **তিনি** ২৫ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দানকারীকে মুহুর্তেই ২৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করে দিয়েছেন। বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی ঈসারও এতোই অতুলনীয় ছিলো যে, তাঁরা তাদের সমস্ত বিলাসী বস্তু অপর মুসলমানদের প্রতি উৎসর্গ করে দিতেন।

শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে পেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান-মান বৃদ্ধি করতে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে এবং সৌভাগ্যপূর্ণ **ঈদের** প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে সম্ভব হলে চাঁদ রাতে **দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা

সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। **মাদানী কাফেলা**র বরকত তো দেখুন! বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কোয়েটায় অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনকারী এক বধির ইসলামী ভাই সেখান থেকেই সুন্নাতের প্রশিক্ষণের তিনদিনের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সফরাবস্থাই তার শ্রবনশক্তি পুণরায় ফিরে আসে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় শুনতে লাগলো।

কান বহরে হে গর, রাখখো রব পর নযর
দুনিয়াবী আ'ফতেঁ, উখরাবী শা'মতেঁ

হোগা লুতফে খোদা, কাফিলে মে চলো
দূর হোগী যরা, কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদকায়ে ফিতর

আল্লাহ পাক ৩০তম পারা সূরা আ'লা এর ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿۱۴﴾
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামায পড়েছে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"খাযায়িনুল ইরফানে"** এই আয়াতে করীমার আলোকে লিখেন: এই আয়াতের তাফসীরে একথা বলা হয়েছে

যে, "تَزَكّٰى" দ্বারা **'সদকায়ে ফিতর দেয়া'** এবং **"প্রতিপালকে নাম নেওয়া"** দ্বারা **'ঈদগাহে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা'** আর **"নামায"** দ্বারা **'ঈদের নামায'**কে বুঝানো হয়েছে। **(খাযায়িনুল ইরফান, ১০৭৪ পৃষ্ঠা)**

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, গিয়ে মক্কায়ে মুয়ায্যমার অলিগলিতে ঘোষণা করে দাও, **"সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব।" **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৭৪)**

সদকায়ে ফিতর অহেতুক কথাবার্তার কাফ্ফারা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সদকায়ে ফিতর** নির্ধারণ করেছেন, যেনো অনর্থক এবং অযথা কথাবার্তা থেকে রোযা পবিত্র (অর্থাৎ পরিছন্ন) হয়ে যায়। তাছাড়া মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থাও যেনো হয়ে যায়।

(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬০৯)

রোযা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যতক্ষণ পর্যন্ত **সদকায়ে ফিতর** আদায় করা না হয়, বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৫৪)

ফিতরার ১৬টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ **সদকায়ে ফিতর** ঐসকল মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা **"নিসাবের অধিকারী"** এবং তাদের নিসাব **"হাজতে আসলিয়্যা"** (জীবনের মৌলিক চাহিদা যেমন; অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) এর অতিরিক্ত হয়।

(আলমগীরী থেকে সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

﴾২﴿ যার নিকট সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ ভরি রূপা কিংবা সাড়ে ৫২ ভরি রূপার সমমূল্য টাকা বা এতো টাকা মূল্যের ব্যবসায়ীক পণ্য থাকে (আর এ সবই জীবনের মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত হয়) অথবা এতো টাকা মূল্যের জীবনের মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত মালপত্র থাকে, তাকে **"নিসাবের অধিকারী"** বলা হয়।"[১]

﴾৩﴿ **সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব হওয়ার জন্য "বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত বয়স্ক" হওয়া শর্ত নয়। বরং শিশু কিংবা পাগলও যদি নিসাবের মালিক হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবে। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)** **সদকায়ে ফিতরের** জন্য নিসাবের পরিমাণ তো হচ্ছে যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে, **সদকায়ে**

১. নিসাবের অধিকারী, ধনী, ফক্বির ও হাজতে আসলিয়্যাহ ইত্যাদি পরিভাষার বিস্তারিত বিবরণ হানাফী ফিক্বাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বাহারে শরীয়ত' ৫ম অধ্যায়ে দেখুন।

www.dawateislami.net

ফিতরের জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া ও বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে যে সমস্ত বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত (যেমন; প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক, না সিলানো কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি) এবং এর মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছয়, তবে সে সমস্ত বস্তুর কারণে **সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব হবে।

(ওয়াকারুল ফাতাওয়া, ২য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

﴾৪﴿ **নিসাবের অধিকারী** পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে, নিজের ছোট শিশুদের পক্ষ থেকে আর যদি কোন উন্মাদ (পাগল) সন্তান থাকে (ঐ পাগল সন্তানটি প্রাপ্ত বয়স্কই হোক না কেন) তার পক্ষ থেকেও **সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব, অবশ্য ঐ শিশু বা পাগল যদি নিজেই **নিসাবের অধিকারী** হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ফিতরা পরিশোধ করবে। **(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)**

﴾৫﴿ পুরুষ **নিসাবের অধিকারী**র উপর তার স্ত্রী কিংবা মাতাপিতা অথবা ছোট ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ফিতরা ওয়াজিব নয়। **(প্রাগুক্ত, ১৯৩ পৃষ্ঠা)**

﴾৬﴿ পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আপন গরীব ও এতিম নাতি-নাতনির পক্ষ থেকে তার উপর **সদকায়ে ফিতর** দেয়া ওয়াজিব। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)**

﴾৭﴿ মায়ের উপর তার ছোট শিশুর পক্ষ থেকে **সদকায়ে ফিতর** দেয়া ওয়াজিব নয়। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)**

﴾৮﴿ পিতার উপর তার সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের **সদকায়ে ফিতর** দেয়া ওয়াজিব নয়। **(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)**

﴾৯﴿ কোন শরয়ী অপারগতার কারণে রোযা রাখতে পারলোনা অথবা مَعَاذَالله কোন অপারগতা ছাড়াই **রমযানুল মুবারকে**র রোযা রাখলো না, তার উপরও নিসাবের অধিকারী হওয়ার অবস্থায় **সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)**

﴾১০﴿ স্ত্রী বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, যাদের ভারণপোষণ ইত্যাদি যে ব্যক্তির দায়িত্বে রয়েছে, সে যদি তাদের অনুমতি ব্যতিত তাদের ফিতরা পরিশোধ করে দেয়, তবে আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি ভরণপোষণ তার দায়িত্বে না থাকে, যেমন; প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বিয়ে করে আলাদা ঘরে বসবাস করে এবং নিজের ব্যয় নিজেই বহন করে, তবে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের দায়িত্বেই হয়ে গেলো। সুতরাং এমন সন্তানের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে তা আদায় হবে না।

﴾১১﴿ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি ফিতরা পরিশোধ করে দেয়, তবে আদায় হবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)**

﴾১২﴿ **ঈদুল ফিতরে**র সুবহে সাদিকের সময় যে **নিসাবের অধিকারী** ছিলো, তার উপর **সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব, যদি সুবহে সাদিকের পর **নিসাবের অধিকারী** হয়, তবে ওয়াজিব নয়।

(আলমগীরী থেকে সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

﴾১৩﴿ **সদকায়ে ফিতর** আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে, **ঈদে**র দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে **ঈদে**র নামায আদায় করার পূর্বে আদায় করা, যদি চাঁদ রাত কিংবা **রমযানুল মুবারকে**র যেকোন দিন বরং **রমযান শরীফে**র পূর্বেও যদি কেউ আদায় করে দেয়, তবুও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে এবং এরূপ করা একেবারে জায়িয। (প্রাগুক্ত)

﴾১৪﴿ যদি **ঈদে**র দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ফিতরা আদায় করেনি, তবুও ফিতরা রহিত হয়ে যাবে না; বরং সারা জীবনে যখনই পরিশোধ করবে, তা আদায় হবে। (প্রাগুক্ত)

﴾১৫﴿ **সদকায়ে ফিতর** নেয়ার উপযুক্ত সেই, যে যাকাত নেয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ যাকে যাকাত দেয়া যাবে, তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে এবং যাকে যাকাত দেয়া যাবে না তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। (প্রাগুক্ত, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

﴾১৬﴿ **সৈয়দ** বংশীয়দেরকে **সদকায়ে ফিতর** দেয়া যাবে না। কেননা তারা হচ্ছে বণী হাশিম গোত্রের। **বাহারে শরীয়ত ১ম** খন্ডের **৯৩১** পৃষ্ঠায় রয়েছে: বনী হাশিমদেরকে যাকাত (ফিতরা) দেয়া যাবে না। অন্য কেউও তাদের দিতে পারবে না, এক হাশেমী অপর হাশেমীকেও দিতে পারবে না। বনী হাশিম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত আলী, জাফর, আকিল এবং হযরত আব্বাস ও হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

গম বা এর আটা অথবা গমের ছাতু আধা সা' (অর্থাৎ দু'কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম) বা এর মূল্য, খেজুর বা মুনাক্কা (বড় কিসমিস) অথবা যব কিংবা এর আটা বা যবের ছাতু এক সা' (অর্থাৎ চার কেজি থেকে ১৬০ গ্রাম কম) অথবা এর মূল্য, এটি হচ্ছে একটি **সদকায়ে ফিতরের** পরিমাণ। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: উচ্চ পর্যায়ের বিশ্লেষণ এবং সতর্কতা হলো: এক সা' ওজনের মূল্য তিনশত একান্ন টাকা (৩৫১) সমমান এবং আধা সা' ওজনের মূল্য একশত পচাঁত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা (১৭৫.৫০) সমমানের উপর। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৯৩৯ পৃষ্ঠা)

এই চারটি বস্তু ছাড়া যদি অপর কোন বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করতে চায়, যেমন; চাউল, ভুট্টা, বাজরা (এক প্রকার শষ্য) বা অন্য কোন শষ্য বা কোন বস্তু দ্বারা দিতে চাইলে, তবে এর মূল্যে সাথে তুলনা করতে হবে অর্থাৎ সেই বস্তু আধা সা' গম বা এক সা' যবের সমমূল্যের হতে হবে, এমনকি যদি রুটি দেয় তবে এতেও মূল্যের তুলনা করতে হবে যদিওবা গম বা যবের রুটি হোক না কেন। (প্রাগুক্ত)

কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি **ঈদের** দিন তিনশত (৩০০) বার "سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" পাঠ করুন এবং মৃত মুসলমানদের রূহে তা ইছালে সাওয়াব হিসেবে পেশ করুন, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে

একহাজার নূর প্রবেশ করে আর যখন ঐ পাঠকারী নিজে মৃত্যুবরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযের পূর্বেকার একটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ঐসব বিষয়ের বর্ণনা করা হবে, যা উভয় **ঈদেই** (অর্থাৎ **ঈদুল ফিতর** ও **ঈদুল** আযহা উভয়েই) সুন্নাত। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ঈদুল ফিতরের** দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর **ঈদুল** আযহার দিন ততক্ষণ পর্যন্ত খেতেন না যতক্ষণ না নামায থেকে অবসর হতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৪২) এবং **"বুখারী শরীফে"**র বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **ঈদুল ফিতরের** দিন (**ঈদের** নামাযের জন্য) তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটা খেজুর খেয়ে না নিতেন এবং তা হতো সংখ্যায় বিজোড়। (বুখারী, ১/৩২৮, হাদীস ৯৫৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ঈদের** দিন (**ঈদের** নামাযের জন্য) এক রাস্তা দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৪১)

www.dawateislami.net

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়্যত করুন: "আমি নিয়্যত করছি দু'রাকাত **ঈদুল ফিতরের** নামাযের (ঈদুল আযহার), অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সহিত, **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তে, এই ইমামের পিছনে" অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলে স্বাভাবিকভাবে নাভির নিচে হাত বেঁধে নিবে এবং ছানা পড়বে। আবারো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং اَللّٰهُ اَكْبَر বলে হাত ঝুলিয়ে দিবে, অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবে এবং اَللّٰهُ اَكْبَر বলে ঝুলিয়ে দিবে, অতঃপর আবারো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং اَللّٰهُ اَكْبَر বলে হাত বেঁধে নিবে, অর্থাৎ **১ম** তাকবীরের পর হাত বাঁধবে এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত ঝুলিয়ে রাখবে এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবে, এটাকে এভাবে স্মরণ রাখুন যে, **যেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে।** অতঃপর ইমাম **তাআউয ও তাসমিয়্যাহ** (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰه ও بِسْمِ اللّٰه) নিম্নস্বরে পাঠ করে **সূরা ফাতিহা শরীফ** এবং অন্য সূরাকে উচ্চ স্বরে পড়বে, এরপর রুকু করবে। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে **সূরা ফাতিহা শরীফ** এবং অন্য একটি সুরাকে উচ্চস্বরে পড়বে, অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলবে এবং হাত বাঁধবে না, অতঃপর চতুর্থবার হাত না উঠিয়েই اَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকুতে চলে যাবে এবং নিয়মানুযায়ী নামায সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে

www.dawateislami.net

তিনবার سُبْحٰنَ الله বলার সমপরিমাণ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলে তবে...?

প্রথম রাকাতে ইমামের তাকবীর সমূহ বলার পর মুক্তাদী অংশগ্রহন করলো, তবে তখনই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) **তিনটি তাকবীর** বলে নিবে যদিও ইমাম ক্বিরাআত পড়া শুরু করে দেয় এবং তিনটিই বলবে যদিওবা ইমাম তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলুক না কেন এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায়, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গুলো বলে নিবে আর যদি ইমামকে রুকুতে পেলো এবং প্রবল ধারণা যে, তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে অতঃপর রুকুতে যাবে অন্যথায় اَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীরগুলো বলবে, যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয়, তবে অবশিষ্টগুলো রহিত হয়ে গেলো (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না) আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর অংশগ্রহন করে, তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন নিজে (অবশিষ্ট রাকাত) পড়বে তখন বলবে। আর রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না এবং যদি দ্বিতীয় রাকাতে অংশগ্রহন করে, তবে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন

www.dawateislami.net

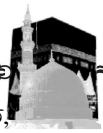

বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাত আদায় করার জন্যে দাঁড়াবে তখন বলবে। দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পায়, তবে তো ভাল। অন্যথায় এতে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৭৮২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত না পেলে তবে কি করবে?

ইমাম **ঈদের** নামায পড়ে নিলো এবং কোন ব্যক্তি রয়ে গেলো, চাই সে অংশগ্রহনই না করুক বা অংশগ্রহণ তো করেছিলো কিন্তু তার নামায ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, তবে অন্য কোন জায়গায় নামায পাওয়া গেলে নামায পড়ে নিবে, অন্যথায় (জামাআত ছাড়া) পড়া যাবে না। তবে উত্তম হলো যে, সে চার রাকাত চাশ্‌তের নামায আদায় করে নিবে। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)**

ঈদের খুতবার আহকাম

নামাযের পর ইমাম দু'টি খুতবা পড়বে এবং জুমার খুতবায় যে সমস্ত কাজ সুন্নাত, এতেও তা সুন্নাত আর যেগুলো মাকরূহ, এতেও তা মাকরূহ। শুধু দু'টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে: জুমার খুতবার পূর্বে খতিবের (মিম্বরে) বসা সুন্নাত আর **ঈদের** নামাযে না বসাটা সুন্নাত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: **ঈদের** প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে ৭ বার আর মিম্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَر বলা সুন্নাত আর জুমার খুতবায় এরূপ নেই।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৭৮৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ঈদের ২০টি মাদানী ফুল

ঈদের দিনে এই কাজগুলো মুস্তাহাবঃ

❁ ক্ষৌরকর্ম করা (তবে বাবরী চুল রাখবেন, ইংলিশ কাট নয়) ❁ নখ কাটা ❁ গোসল করা ❁ মিসওয়াক করা (এটা ওযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) ❁ উত্তম কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন অন্যথায় ধোলাই করা ❁ সুগন্ধি লাগানো ❁ আংটি পরিধান করা (যখনই আংটি পরিধান করবেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ চার গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) থেকে কম ওজনের রূপার একটি আংটি যেন হয়, একটির অধিক পরিধান করবেন না হয় এবং ঐ একটি আংটিতে পাথরও যেনো একটি হয়, একাধিক পাথর যেনো না হয়, পাথর ছাড়াও পরিধান করবেন না, পাথরের ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, রূপা রিং বা রূপার বর্ণনাকৃত ওজনের ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব ঈদার্থের আংটি কিংবা রিং পুরুষ পরতে পারবে না) ❁ ফযরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া ❁ **ঈদুল ফিতরের** নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি বিজোড় হওয়া চাই। খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে নিন। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবে গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা পর্যন্ত না খেলে তিরস্কার করা হবে ❁ **ঈদের** নামায **ঈদগাহে** আদায় করা ❁ **ঈদগাহে** পায়ে হেটে যাওয়া ❁ যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাবার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম আর ফেরার পথে যানবাহনে করে ফিরলেও ক্ষতি নেই ❁ **ঈদের** নামাযের জন্য **ঈদগাহে** তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া এবং এক

রাস্তা দিয়ে যাওয়া আর অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা ❁ **ঈদের** নামাযের পূর্বে **সদকায়ে ফিতর** আদায় করা ❁ আনন্দ প্রকাশ করা ❁ অধিকহারে সদকা করা ❁ **ঈদগাহে** প্রশান্ত মনে ও গম্ভীর্যতার সহিত এবং দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া ❁ পরস্পর মুবারকবাদ দেয়া ❁ **ঈদের** নামাযের পর করমর্দন এবং আলিঙ্গন করা, যেমনটি সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, উত্তম হচ্ছে এ কারণে যে, এতে আনন্দ প্রকাশ পায়, কিন্তু 'আমরদ' (তথা সুশ্রী বালক) এর সাথে আলিঙ্গন করা ফিৎনার উৎসস্থল ❁ **ঈদুল ফিতরের** নামাযে যাওয়ার সময় পথে নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর **ঈদুল** আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

অনুবাদঃ আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ট, **আল্লাহ পাক** সর্বশ্রেষ্ট, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ব্যতিত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং **আল্লাহ পাক** সর্বশ্রেষ্ট, **আল্লাহ পাক** সর্বশ্রেষ্ট এবং **আল্লাহ পাকেরই** জন্য সমস্ত প্রশংসা।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮১ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা)

ঈদুল আযহার একটি মুস্তাহাব

ঈদুল আযহার সকল বিধানাবলী **ঈদুল ফিতরের** মতই। শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যেমন **ঈদুল** আযহাতে মুস্তাহাব হচ্ছে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া এবং যদি খেয়েও নেই তবে কোন অসুবিধা নেই। **(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)**

আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতি বৎসর **রমযানুল মুবারকে** ইতিকাফের সৌভাগ্য ও **রমযানুল মুবারকে**র বরকত সমূহ অর্জন করুন, অতঃপর **ঈদে** আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফিলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন। উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষে একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি বাবুল মদীনা করাচীর মেইন কৌরঙ্গী রোডের নিকটবর্তী স্থানীয় এক ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২৫ বছর) একটি গ্যারেজে কাজ করতো। (যদিওবা মূলত গ্যারেজের অর্থাৎ গাড়ি মেরামতের কাজ খারাপ নয়, কিন্তু আজকাল গুনাহে ভরা অবস্থা, যাদের কাজ থাকে তারা বলতে পারবে যে, অধিকাংশ গেরেজের পরিবেশ কিরূপ খারাপ হয়ে থাকে, বর্তমানে গেরেজে কর্মরতদের জন্য হালাল উপার্জন করা কঠিন।) গেরেজের নোংরা পরিবেশের কারণে তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযতো অনেক দূরের কথা জুমার নামায বরং **দুই ঈদের নামায** পর্যন্ত পড়ারও তৌফিক হতো না, গভীর রাত পর্যন্ত টিভিতে বিভিন্ন সিনেমা নাটক দেখাতে লিপ্ত থাকতো বরং সব ধরণের ছোট বড় মন্দ স্বভাব তার মাঝে বিদ্যমান ছিলো। তার সংশোধনের উপায় এভাবে হলো যে, **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান **"আল্লাহ পাক কা খুফইয়া তদবীর"** ক্যাসেটটি শুনলো, যা তার আপাদমস্তক নাড়া দিলো। এরপর **রমযানুল মুবারকে** ইতিকাফের সৌভাগ্য হলো এবং আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের **মাদানী কাফেলা**র সফরের সৌভাগ্য অর্জন হলো। اَلْحَمْدُلِلّٰه সে **দা'ওয়াতে**

ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়মিত আদায় করছে, **আল্লাহ পাকে**র কোটি কোটি দয়া আর মেহেরবানী যে, সেই লোক, যে **ঈদে**র বাহানায়ও মসজিদ মুখী হতো না, এই বর্ণনা দেয়ার সময় তবলীগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিত নিয়ম অনুযায়ী একটি মসজিদের যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে বে নামাযীদের নামাযী বানানোর চিন্তায় লিপ্ত রয়েছে।

ভাই গর চাহতে হো নামাযে পড়োঁ
নেকিওঁ মে তামান্না হে আগে বড়োঁ

মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়া রাব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে সৌভাগ্যপূর্ণ **ঈদে**র আনন্দ সুন্নাত অনুযায়ী উদযাপনের তৌফিক দান করো এবং আমাদেরকে হজ্বের সৌভাগ্য এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের যিয়ারত দান করে দীদারের মাদানী **ঈদ** বারবার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরী জব কেহ দীদ হোগী জভী মেরী ঈদ হোগী
মেরে খোয়াব মে তুম আ'না মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ফোঁটা পড়েছে

কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই (বয়স ২২ বছর) বেনামাযী, সিনেমা নাটকের আসক্ত এবং পথভ্রষ্ট যুবক ছিলো, অসৎ বন্ধুদের সাথে ফ্যাশনের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, অসৎ সঙ্গের কারণে জীবনের রাতদিন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো। **রমযানুল মুবারক** মাসের (১৪২৬ হিজরী) চাঁদ দুনিয়ার আকাশে দেখা গেলো, **আল্লাহ পাকের** রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো, তার উপরও রহমতের ফোটা পড়লো এবং সে আড়াই নম্বর কৌরঙ্গী করিমিয়া কাদেরীয়া মসজিদ, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত ইতিকাফে **রমযানুল মুবারকের** শেষ ১০ দিন ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। তার দুশ্চিন্তাময় জীবনের সন্ধ্যাকাশে বসন্তের প্রভাতের মাদানী ফুল ফুটতে লাগলো, তার তাওবা করার সৌভাগ্য হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নামাযী হয়ে গেলো, দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ সাজানোর সৌভাগ্য হলো, তবলীগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাতের প্রশিক্ষণের এক মাসের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় এক মসজিদের যেলী কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

মরযে ইচইয়াঁ সে ছুটকারা চাহো আগর
আও আও ইধার আ'ভি জাও ইধার

মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

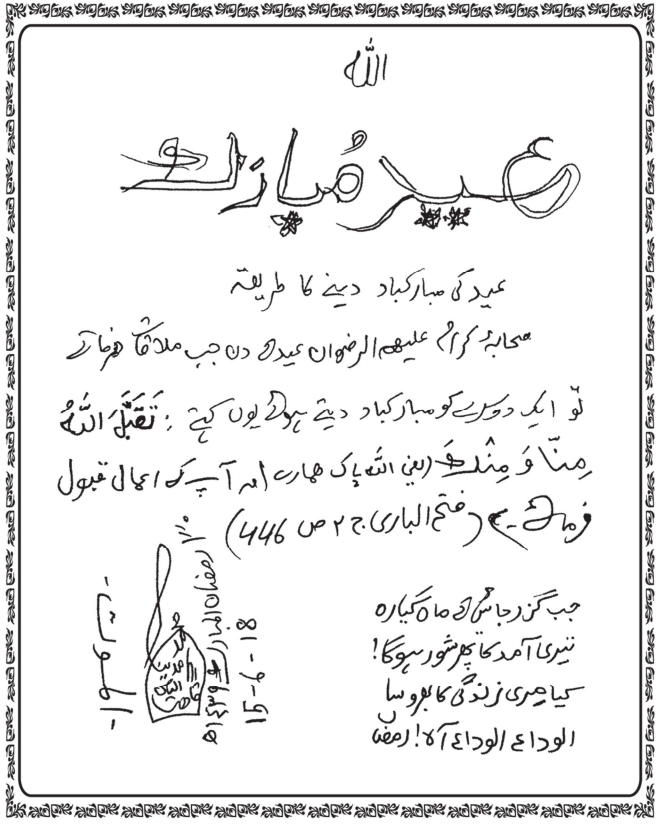

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net